দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 8 AUG 2012 ...
পৃষ্ঠা ... 28 ... ৭ ...

মন্ত্রণালয়ের বেধে দেয়া সময়েও ৯ কোটি টাকা ফেরত দেয়নি

ভিকারুন নিসা, আইডিয়াল ও মনিপুর হাইস্কুল

■ নিজামুল হক

ভর্তি নীতিমালা না মেনে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত আদায় করা ৯ কোটি টাকা এখনো ফেরত দেয়নি রাজধানীর প্রথম সারির তিনটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠান তিনটি হচ্ছে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আইডিয়াল স্কুল এবং মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়। টাকা ফেরত দিতে ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেশ কয়েকবার তাগিদ দেয়া হয়। সর্বশেষ গত ৪ জুলাই মন্ত্রণালয় ওই তিনটি স্কুলের কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জরুরি নোটিস দেয়। ওই নোটিসে এক মাসের মধ্যে আদায় করা অতিরিক্ত টাকা শিক্ষার্থীদের ফেরত দিতে অথবা তাদের কাছ থেকে প্রাপ্য পরবর্তী স্কুল ফি'র সঙ্গে সমন্বয়ের কথা বলা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের ওই নির্দেশনা মানেনি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ।

উল্লিখিত তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতি বছর বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৯ কোটি ১২ লাখ ৮১ হাজার টাকা অতিরিক্ত হিসেবে নিয়েছে বলে প্রমাণ পায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রথমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির সময় নেওয়া অতিরিক্ত অর্থ ফেরত অথবা বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করতে গত ৩০ জানুয়ারি নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, চলতি বছর ভর্তি ফি ... পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

মন্ত্রণালয়ের বেধে দেয়া

২৪ পৃষ্ঠার পর

বাবদ মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ ৩ হাজার ৫৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে ৫ কোটি ২৩ লাখ ৭৬ হাজার ১০০ টাকা, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ২ হাজার ৬৬৭ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩ কোটি ৩৯ লাখ ৩৪ হাজার ৯০০ টাকা এবং ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ১ হাজার ৬২৭ ছাত্রীর কাছ থেকে ৬৮ লাখ ১৭ হাজার ১০০ টাকা অতিরিক্ত ফি আদায় করে।

অতিরিক্ত আদায় করা ফি'র বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংসদে জানিয়েছিলেন, শিক্ষার্থী ভর্তির সময় নেওয়া অতিরিক্ত অর্থ আগামী এক মাসের মধ্যে ফেরত না দিলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিল করা হবে।

এ বিষয়ে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জুয়ারা বেগম বলেন, এ প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি নেই। এ কারণে টাকা ফেরত দেয়ার বিষয় সিদ্ধান্ত নেয়া যাচ্ছে না। গভর্নিং বডির গঠন হলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম এবং মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফরহাদ হোসেনের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তারা এ বিষয়ে কিছু বলতে রাজি হননি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'যেসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে তা ফেরত দিচ্ছে না বা সমন্বয় করছে না ওই সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।' তিনি বলেন, 'টাকা ফেরত দেয়নি-এ তথ্যটি অভিভাবকরা আমাদের এখনো জানায়নি।'

ঢাকা মহানগরীর ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তিতে নেওয়া অতিরিক্ত অর্থ মাসিক বেতনের সঙ্গে সমন্বয় বা ফেরত দেওয়ার বিষয় খতিয়ে দেখতে চার সদস্যের একটি কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দেয়।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে ইতিমধ্যে বিএএফ শাহীন কলেজ ও মিরপুর বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভর্তিতে নেওয়া অতিরিক্ত অর্থ শিক্ষার্থীদের বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করেছে। এছাড়া আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল সেনাসদরের অনুমতিক্রমে আগামী বছরের সেশন চার্জের সঙ্গে এই অতিরিক্ত অর্থ সমন্বয় করবে বলে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

ফুলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১ হাজার ৩৪ জন ছাত্রীর কাছ থেকে ১২ লাখ ৯৪ হাজার ৮০০ টাকা অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় করেছিল। এমপিওভুক্ত না হওয়ায় এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ওই টাকা ব্যয় করবে বলে মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে।